Research Journal of Language, Literature and Humanities _____ISSN 2348-6252
Vol. **12(3),** 25-30, June **(2025)** *Res. J. Lang. Lit. Humanities*

সাংখ্যও যোগদর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব - একটি তুলনা

A concept of God in Samkhya and Yoga Philosophy - A Comparative Study

Piyali Saha
State Aided College Teacher, Nagar College, Murshidabad, West Bengal, India
sahapiyali157@gmail.com

Available online at: www.isca.in, www.isca.me
Received 2nd April 2025, revised 20th May 2025, accepted 18th June 2025

Abstract

ভারতীয় মতাদর্শে'দর্শন' কথার অর্থ সত্যপলব্ধি।বেদের প্রামাণ্যকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনে সৃষ্ট সম্প্রদায়গুলি সত্য উপলব্ধির লক্ষ্যে বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। এইতত্ত্বগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঈশ্বরতত্ত্ব।ধর্মপ্রধান ভারতবর্ষে ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টারূপে বিশ্বাস করা হয়। ঈশ্বরের স্বরূপপ্রসঙ্গে বেদ,উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে নানান তথ্য রয়েছে। বেদ অবলম্বনেউদ্ভূত ভারতীয় দর্শনে সম্প্রদায়গুলিও ঈশ্বরের স্বরূপও অস্তিত্ব সম্পর্কেতত্ত্ব কথা বলেছেন। আস্তিক দর্শনের অন্তর্গত সাংখ্য ও যোগ দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপবিবৃত হয়নি। কিন্তুসাংখ্যেরই সমানতন্ত্র দর্শন সম্প্রদায় হিসাবে যোগ দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং,সাংখ্যওযোগ পরস্পর সমানতন্ত্র দর্শন হলেও ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে উভয়ের মধ্যে আপাত বিরোধ আছে বলে মনে হয়। তাই সাংখ্যও যোগ দর্শনের মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্ব বিষয়ে বিরোধের যৌক্তিকতাকে অবলম্বন করে উভয় দর্শনের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণাকে প্রকাশিত করার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের যাত্রা।

In Indian philosophy the word 'philosophy' means the realization of truth. The sects formed in Indian philosophy, focusing on the evidence of the Vedas, have discussed various theories with the aim of realizing the truth. One of these theories is theism. In religious India, God is believed to the creator of the world there is various information in the Vedas, Upanishads, etc. regarding the nature of God. The philosophical schools that emerged from the Vedas also present different perspectives on the nature and existence of God. Theism has been proven in the Samkhya and Yoga philosophies within theistic philosophy. The nature of God has not been explained in the samkhya philosophy. But as an equivalent philosophy, the Yoga philosophy has recognised God. Therefore, although Samkhya and Yoga are mutually equivalent philosophies, there seems to be an apparent conflict between the two regarding theism. The purpose of this article is to reveal the concepts of God in both philosophies based on the logic of the conflict between Samkhya and Yoga philosophies regarding the theory of God.

সাংকেতিক শব্দ:ভারতীয়দর্শন,সম্প্রদায়,ঈশ্বরতত্ত্ব,সাংখ্য,যোগ। Indian Philosophy, schools, theism, Samkhya, Yoga.

ভুমিকা

দর্শন হল সংস্কৃতির সারবস্তু । কোন দেশের সংস্কৃতি সামাজিক পরিবেশ থেকেই উদ্ভূত হয়। জ্ঞানার্থক 'দৃশ্'-ধাতুর অনট্ প্রত্যয় করে দর্শন শব্দের উৎপত্তি। আবার Philosophy শব্দের প্রতিশব্দ রূপেও দর্শন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে দর্শন বলতে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা জিজ্ঞাসাকে বোঝায়। জ্ঞানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা মানুষের বৌদ্ধিক স্বরূপ থেকে নিঃসৃত। মানুষ জগৎ জীবনকে জানতে চায়, বুঝতে চায়। মানুষের এই বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করে দর্শন[1]। সুতরাং যে শাস্ত্রের সহায়তায় যথার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, তাই দর্শনশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ- 'দৃশ্যতে যথার্থতত্ত্বমনেন ইতি দর্শনম্'[2]এককথায় বলা যায় আত্মা ও জগৎ বা জীব ও জীবের উপলব্ধ এই দৃশ্যমান জগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয় তাকে দর্শন বলে। অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল জীব ও জগৎ প্রপঞ্চের স্থায়ী সত্য সমূহকে বা চরম সত্যকে উপলব্ধি করা যায় যে শাস্ত্রের দ্বারা তাই দর্শনশাস্ত্র।

দর্শন এবং ইংরেজি Philosophy শব্দ দুটিকে সমতুল্য বলা হলেও শব্দ দুটি সমার্থক নয়, দর্শন অর্থাৎ ভারতীয় দর্শন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক এবং তা সর্বদা সত্য উপলব্ধি বা তত্ত্ব উপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। উপলব্ধির স্বাতন্ত্রে ও মননের উৎকর্ষে ভারতীয় দর্শনকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে - আস্তিক এবং নাস্তিক। ভারতীয় দর্শনে আস্তিক বলতে বোঝায় যারা বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, পক্ষান্তরে, যারা বেদের প্রামাণ্যে

অবিশ্বাসী তারা হলেন নাস্তিক। এখানে ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের যোগ নেই। ভারতীয় দর্শনে আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় ছয়টি- ন্যায়,বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ,মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন। অপরপক্ষে, নাস্তিক দর্শন বেদ-প্রামাণ্য বিরোধী। চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিনটি দর্শন ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক দর্শন নামে পরিচিত।আস্তিক ও নাস্তিক উভয় সম্প্রদায়ই ভারতীয় দর্শনের ঈশ্বরতত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন, আবার কেউ করেননি। ভারতীয় দর্শনের প্রতিটি সম্প্রদায়ইঈশ্বরতত্ব নিয়ে যা বলেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

ন্যায়মতে ঈশ্বর পরমাত্মা। তিনি জ্ঞানাদি গুণবিশিষ্ট, নিত্য,সর্বজ্ঞ।তিনি নিত্যজ্ঞানবান। ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়দর্শী, অনাদি,অসীম, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তিনি নির্গুণ নন, তিনি সগুণ। ন্যায়মতে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। দেশ,কাল,আকাশ,আত্মা, মন নিত্য। এগুলি ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট নয়। নিত্যদ্রব্যগুলিকে বিন্যস্ত করাইতাঁর কাজ। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ[3]। তিনি জীবের অদৃষ্ট অনুযায়ী পরমাণুর সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর এক ও নিত্য। তিনি অসীম,যেহেতু দিক-কাল-মন-আত্মা বিশিষ্ট জগত তাকে সীমিত করে না। তিনি ষড়ৈশ্বর্যের অধিকারী, নিত্যজ্ঞানবান এবং নিত্য মুক্ত।

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ যে ন'টি দ্রব্য স্বীকার করেছেন তার মধ্যে অষ্টম দ্রব্যে আত্মার উল্লেখ করেছেন, সেই আত্মন্ শব্দে তিনি ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছেন। পরমাত্মাও জীবাত্মা ভেদে আত্মা দ্বিবিধ। পরমাত্মা ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং এক,জীবাত্মা শরীর ভেদে ভিন্ন, বিভু ও নিত্য। জ্ঞানাধিকরণত্ব আত্মার লক্ষণ। পরমাত্মায় আটটি গুন থাকে, নিত্য জ্ঞান পরমাত্মার গুন, সুতরাং ঈশ্বর সগুন, সর্বজ্ঞ পরমাত্মা সর্ববিষয়ক নিত্য জ্ঞানের আশ্রয়, কিন্তু নিত্য জ্ঞান স্বরূপ নন অর্থাৎ বৈশেষিক মতে ঈশ্বরই সর্বজ্ঞ পরমাত্মা জগৎ ও সৃষ্টির সহকারী কারণ।

সাংখ্য দার্শনিকদের মতে ঈশ্বর সাধক কোন প্রমাণ নেই অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন- 'প্রকৃতিকৃত:'[2]। প্রকৃতির দ্বারাই জগতের সৃষ্টি। প্রকৃতি স্বর্গের কত্রী, প্রকৃতিই উপাদান[4]।জগতের স্রষ্টা বা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বর নেই। সাংখ্য সূত্রে বলা হয়েছে 'ঈশ্বরাসিদ্ধে:'[5]অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইতিবাচক প্রমাণ অপেক্ষা, নেতিবাচক প্রমাণের পাল্লা ভারী, 'প্রমাণাভাবাৎ না তৎ সিদ্ধি:'[5]। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই বলেবাচস্পতিমিশ্র *সাং খ্যতত্ত্বকৌমুদীর* প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণকালে ঈশ্বর বা ঈশ্বর স্থানীয় কোন দেবতাকে প্রণাম করেননি, সেখানে সাংখ্যের মৌলিক তত্ব প্রকৃতি ও পুরুষকে প্রণাম জানানো হয়েছে। এই জন্যই সাংখ্য দর্শন নিরিশ্বরবাদী বলে পরিচিত।

যোগ দর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন- ঈশ্বরপ্রণিধান সমাধি লাভের এক প্রকৃষ্ট মাধ্যম। যোগদর্শনের ২৬তম তত্বরূপে পরমেশ্বর স্বীকৃত। ঈশ্বর পুরুষ বিশেষ। তিনি ঐশ্বর্যবান, চিত্তবান, সদা মুক্ত পুরুষ। ঈশ্বর শুদ্ধসত্ব চৈতন্য স্বরূপ। "ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরুপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"[6] অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক বা কর্মফল ও আশয়ই বা বাসনার দ্বারা ও সংশ্লিষ্ট পুরুষই ঈশ্বর। সমাধিপাদে মহর্ষিপতঞ্জলি আরও বলেছেন- অল্প,বহু,বহুতর জ্ঞান বাড়তে বাড়তে যে পুরুষে নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হয় তিনিই ঈশ্বর- "তত্রনিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্"[6]। যোগ সূত্রে জগতের স্রষ্টারূপে না হলেও উপাস্য বা ধ্যেয়রূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে। ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত নিত্য ও কালাবচ্ছিন্ন।

মীমাংসা মতে জগতের স্রষ্টা ও ধ্বংস কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়। তাঁদের মতে বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। জৈমিনি মতে ঈশ্বর নাই, স্রষ্টা নাই, প্রলয়ও নেই। সুতরাং বেদের রচয়িতা রূপে ঈশ্বর মানার আবশ্যকতা নেই। তাঁরা বলেন, অনাদি অনন্ত জগতে সম্যকভাবে কর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হলে ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। কর্মের ফলদাতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার নিরর্থক। মীমাংসকদের বিপ্রতিপত্তি ছিল, ঈশ্বর স্বীকার না করেও নিত্য, নির্দোষ বেদের প্রামাণ্য নিয়ে পরলোকের সাধন যাগাদি অনুষ্ঠানসম্ভব- "অন্যথাপি পরলোকসাধনানুষ্ঠান সম্ভববাৎ"[2]। বেদই ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। জগতের কারণরূপে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকার অনাবশ্যক "কিং পরমেশ্বর কল্পনয়েতি"[2]। তবে বলা হয় যে, মীমাংসক জগতের স্রষ্টা রূপে ঈশ্বর স্বীকার না করলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি।

বেদান্ত দার্শনিক রামানুজের মতে, ব্রহ্মই চরম সত্য ও সত্তা। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের দুটি বিশেষণ। পূর্ণ পরম সৎ ব্রহ্ম সগুন।ব্রহ্মই ঈশ্বর। তাই বলা হয়েছে-

"ঈশ্বরশ্চিদচিৎ চেতি পদার্থ ত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবোদৃশ্যমচিৎ পুনঃ।"[1]

অর্থাৎ পদার্থ তিন প্রকার- যথা- ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ। ভগবান হরিই ঈশ্বর, জীবই চিৎ,দৃশ্যমানজগৎ অচিৎ আর এই চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মকেই বোঝায় এবং ব্রহ্মেরই অংশ। তারা নিত্য, সৎ, ব্রহ্ম বহির্ভূত নয়। সুতরাং তাদের মতে ব্রহ্মই ঈশ্বর।

আস্তিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনার পরে নাস্তিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর সম্পর্কিত মতামত নিম্নে আলোচনা করা হল- চার্বাকরা বলেন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়। জড় চতুর্ভুত থেকেই জগতের উদ্ভব। জগতের কোন স্রষ্টা কল্পনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল- জড় উপাদান থেকে কি স্বতঃই জগতের উদ্ভব হতে পারে? এর উত্তরে চার্বাকরা বলেন,জগৎ রূপ কার্যের উৎপত্তি কোন সচেতনকর্তা ঈশ্বরের বা কার্যকারণ সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের মতে, কোন স্থলে কার্যের উৎপত্তি ও কোন স্থলে কার্যের অনুৎপত্তি আকস্মিকভাবে বস্তুর স্বভাব হতেই উৎপন্ন হতে পারে, সেরূপ জগতের উৎপত্তিও বস্তু স্বভাব নিয়মের সাহায্যেই, এর জন্য ঈশ্বররূপ সচেতন কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার অপ্রয়োজনীয়। ক্ষিতি,অপ্, তেজ ও মরুৎ- এই চতুর্ভুজের সংমিশ্রণ থেকেই জগৎ ও জাগতিক সব বস্তুর উৎপত্তি হয়। চতুর্ভুজের অন্তর্গত স্বভাব ও নিয়মের দ্বারাইতাঁরা পরস্পরের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে জগৎ জাগতিক বস্তু উৎপন্ন করে। এর জন্য ঈশ্বররূপ নিমিত্তকারণ স্বীকার অপ্রয়োজনীয়।

জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হলেও প্রত্যেক মুক্ত জীবের দেবত্বে বিশ্বাস করেন। জৈনরা বলেন জগতের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরের ধারণা স্ববিরোধী। যদি ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়;তাহলে বলতে হয় যে তার অভাব আছে, যা সর্বশক্তিমান পূর্ণসত্তা ঈশ্বরের ধারণা সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং জৈনমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই এবং জগৎ কখনো সৃষ্টি হয়নি, এ বিষয়ে জৈনমত মীমাংসামতের সাথে অদ্ভুতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। জৈনরা আরও বলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না, যেহেতু প্রত্যক্ষ বা অনুমান কোন প্রমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। জৈনমতে, জীবের অন্তর্নিহিত শক্তি পরিস্ফুট হলে সেই জীবই ঈশ্বর বলে পরিগণিত হন।

জৈনদের মতো বৌদ্ধরাও নাস্তিক এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। কিন্তু বৌদ্ধরা **আধ্যাত্মবাদী**। বৌদ্ধমতে সবকিছু অনিত্য ও ক্ষণিক। তাঁদের মতে নিত্য বা শাশ্বত বলে কিছু নাই। পরিবর্তনের নিয়ম সর্বজনীন। এমন কিছু নাই যা পরিবর্তনের উর্ধ্বে। পরিবর্তন বস্তুর স্বরূপগত। বৌদ্ধ দর্শনে একমাত্র মুক্তিই পুরুষার্থ রূপে স্বীকৃত। বৌদ্ধরা বেদ বিরোধী এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েও সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী।

উপরিউক্ত সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বরতত্ব বিষয়ক মতামত উল্লেখ করার পরে নিম্নে সাংখ্য দর্শন ও যোগ দর্শনে ঈশ্বর বিষয়ক তুলনামূলক আলোচনা বিবৃত করা হল-

সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর তত্ব

সাংখ্য দর্শন হল একটি নাস্তিক দর্শন। এটি ভারতের প্রাচীনতম দর্শন। যার মূল ভিত্তি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলে মনে করা হয়। সাংখ্যরা প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুটিতে বিশ্বাসী;একটি হল মূল এবং দ্বিতীয়টি সচেতন জগতের উৎপত্তির জন্য, এটি প্রকৃতিকে প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচনা করে। কেবলমাত্র একজন মানুষের উপস্থিতির মাধ্যমেই প্রকৃতিতে ক্রোধের উৎপত্তি হয় এবং তা থেকে যথাক্রমে ২৩ টি উপাদান প্রকাশিত হয়[7]। ঈশ্বর নামক কোন পদার্থকে সাংখ্য স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেন না, এই জন্যই সাংখ্য দর্শন নিরশ্বরবাদী বলে পরিচিত। তাঁদের মতে জগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নাই। প্রকৃতি হতেই জগতের সৃষ্টি। সৃষ্টি ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতির দ্বারা হয় না, কেবল প্রকৃতি হতেই হয়[8]। সাংখ্য সূত্রে বলা হয়েছে- "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"[5] অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ। "প্রমাণাভাবাৎ না তৎ সিদ্ধিঃ"[5] অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ, যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ নাই। সাংখ্যদার্শনিকরা নিমোক্ত যুক্তিসমূহের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। সেই যুক্তিগুলি হল- ১। সাংখ্য দার্শনিকরা বলেন, ঈশ্বর অধিষ্ঠিত প্রকৃতি থেকে জগতের সৃষ্টি হয় না, কেবল প্রকৃতি হতেই হয়। প্রকৃতি অচেতন হলেও তার প্রবৃত্তি হতে পারে। চেতনেরই প্রবৃত্তি হয়, এ কথা বলা যায় না। যেমন-

"বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য ।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।।"[9]

অর্থাৎ, বৎসের পুষ্টির জন্য অচেতন দুগ্ধের ক্ষরণ স্বতঃই হয়,সেরূপ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য চেতন নিরপেক্ষ অচেতন প্রকৃতির স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং প্রকৃতির পরিচালক রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

২। সাংখ্য মতে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সতত পরিণামী বলেই প্রকৃতি চেতন নিরপেক্ষ হয়ে জগৎ সৃষ্টির কারণ হয়। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়।

৩। সাংখ্য দার্শনিকরা বলেন, ঈশ্বরের স্বার্থ থাকতে পারে না এবং ঈশ্বরের জীবের দুঃখ দূর করার ইচ্ছারূপ করুণাও থাকতে পারে না, স্বার্থ থাকতে পারে না কারণ সকল বাঞ্ছিত বস্তু তাঁর সর্বদা প্রাপ্ত এবং তিনি ঐশ্বর্য,বীর্য, যশ, শ্রী,জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছ'টিতে সদাপূর্ণ। তিনি পূর্ণ সত্তা ও আপ্তকাম। তাঁর কোন কিছুর অভাব নেই, অজ্ঞানাদিও নেই। সুতরাং ঈশ্বর স্বার্থসিদ্ধির জন্য সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন- এ কথা বলা অসঙ্গত।

ঈশ্বরের করুণাও থাকতে পারে না, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে- ঈশ্বরের দুঃখ নিবারনের ইচ্ছা কি জীব সৃষ্টির পূর্বেই হয়? অথবা জীব সৃষ্টির পরে হয়? এর উত্তরে সাংখ্যবাদীরা বলেছেন-সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরের করুণা হতে পারে না, কেননা জীবের শরীর ইন্দ্রিয় ও ভোগ্য বিষয় না থাকায় জীবের কোন দুঃখই থাকতে পারেনা। শরীরাদি সম্বন্ধই জীবের দুঃখের কারণ।

সৃষ্টির পরে জীবকে দুঃখী দেখে ঈশ্বর করুণা-পরায়ণ হন অর্থাৎ জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য প্রবৃত্ত হন, তা বলা যায় না। তার কারণ সে ক্ষেত্রে বলতে হয়- "করুণা হতেই সৃষ্টি হয়; আবার সৃষ্ট জীবের দুঃখ হতেই করুনা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সৃষ্টির জন্যই করুণা হয়"[10]। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার অযৌক্তিক।

৪।সাংখ্য দার্শনিকরা বলেন- "মুক্তবদ্ধয়োঃ অন্যতরাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ"[5]। "উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্"[5] অর্থাৎ পুরুষ মুক্ত অথবা বদ্ধ হবে এছাড়া তৃতীয় কোন বিকল্প নাই। কিন্তু দুটি বিকল্প গ্রহণযোগ্য হতে পারে না কারণ ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ নন, কেননা মুক্ত পুরুষের ইচ্ছা, যত্ন, প্রবৃত্তি, অভিমান কিছুই নাই। এগুলি না থাকলে ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন না। আবার ঈশ্বরকে বদ্ধ পুরুষও বলা যায় না কারণ বদ্ধ পুরুষ যথার্থ জ্ঞানবান নন। সুতরাং তাঁর পক্ষে জগতের সর্বজ্ঞ স্রষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ঈশ্বর অসিদ্ধ।

৫। সাংখ্যদর্শন বলে, কর্মফল দাতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়। কর্ম স্বাভাবিকভাবে নিজে নিজেই হল প্রসব করে- "ন ঈশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ"[5]।

৬। সাংখ্যরা বলে, শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে যে ঈশ্বরের কথা উল্লেখিত হয়, তা পারিভাষিক ব্যবহার মাত্র। শাস্ত্র বা লোক ব্যবহারে উপাসনা ও প্রশংসার্থে মুক্ত আত্মাদের ঈশ্বর বলা হয়েছে। তাই বলা হয় "মুক্তাত্মনাং প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা"[5]।

৭। সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে –"সম্বন্ধাভাবাৎ ন অনুমানম্"[5]। অর্থাৎ কোন প্রকার দৃষ্ট সম্বন্ধ না থাকায় অনুমানের দ্বারাও ঈশ্বরের সিদ্ধি হতে পারে না।

৮। সাংখ্য দার্শনিকরা বলেন- "শ্রুতিরপি প্রধানকার্যত্বস্য"[5] অর্থাৎ শ্রুতি বা বেদেও জগৎকে প্রকৃতি বা প্রধানের কার্য বলা হয়েছে, সুতরাং ঈশ্বর অসিদ্ধ।

সুতরাং সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর একটি অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক,কারণ তাঁদের মতে, জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা পুরুষ ও প্রকৃতির দৈত্যতত্ব দ্বারাই সম্ভব, তাই তাঁরা জ্ঞানের দ্বারা মুক্তির কথা বলেছেন;ঈশ্বরের অস্তিত্ব সেখানে অনস্বীকার্য।

যোগদর্শনে ঈশ্বরতত্ব

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র কপিলমুনির সাংখ্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নেই। লোকশাস্ত্রে সাংখ্যকথিত পঞ্চবিংশতিতত্ব ছাড়াও ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছে। তবে অন্যান্য ঈশ্বরবাদী দর্শনের মতো যোগদর্শনে ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা বলা হয়নি। যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি ঈশ্বরপ্রনিধানকে সমাধিলাভের অন্যতম উপায় বলে মনে করেন। যোগসূত্রের সমাধিপাদে ঈশ্বরের উল্লেখ ও নিরূপণ করে বলা হয়েছে– "ঈশ্বরপ্রনিধানাৎ বা"[6] অর্থাৎ সমাধি ও তার ফললাভের জন্য ঈশ্বর উপাসনা ও ঈশ্বরে সর্বসমর্পণ করা।

পতঞ্জলি বর্ণিত সম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের উপায় অষ্টাঙ্গিক যোগের একটি তথা দ্বিতীয় যোগাঙ্গ হল-নিয়ম। ঈশ্বরপ্রনিধান নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বরচিন্তা সমাধি লাভে সহায়ক হয়। তাছাড়া ঈশ্বর ধারণারও বিষয় হতে পারেন। সমাধি লাভের বিকল্প উপায় রূপেই তিনি ঈশ্বরপ্রনিধানের কথা বলেছেন। পতঞ্জলি ঈশ্বরের ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়া কোন তাত্বিক প্রয়োজনের কথা বলেননি। ঈশ্বরপ্রনিধান হল ঈশ্বরের সর্বকর্ম অর্পণপূর্বক তাঁর নিরন্তর ভাবনা। এককথায় ঈশ্বরপ্রনিধান একপ্রকার ভক্তি। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ বা আমিত্বকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদনের ফলে ঈশ্বর সাধককে ইচ্ছার দ্বারা অনুগৃহীত করেন এবং সাধকের সমাধিলাভ সমাসন্ন হয়। যোগদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে নানা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। ঈশ্বরের লক্ষণপ্রসঙ্গে পতঞ্জলির যোগসূত্রে সমাধিপাদে বলা হয়েছে–"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"[6]। অর্থাৎ ঈশ্বর হলেন ক্লেশ, কর্ম,বিপাক এবং আশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষ। অপরামৃষ্ট অর্থ প্রভাবিত না

হওয়া। যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর কখনোই পুরুষ বা প্রকৃতির স্রষ্টা নয়। তবে তিনি পুরুষ বিশেষ। ক্লেশ,কর্ম,বিপাক ও আশয়ের দ্বারা বদ্ধ না হওয়ায় তার বৈশিষ্ট্য। যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিধ ক্লেশ-এর কথা বলা হয়। এই পঞ্চক্লেশ হল- অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয়। কর্ম হল পাপ ও পুণ্য। আর ঈশ্বর হলেন আপ্তকাম, সেহেতু তাঁর কর্মে প্রবৃত্তি অসম্ভব। ফলে ঈশ্বর পাপ পুণ্য রহিত। বিপাক হল জাতি, আয়ু ও ভোগ। বিপাকই কর্মফল। আশয় হল সংস্কার বা কর্মফল জন্য বাসনা, যেহেতু ঈশ্বরের কর্ম নেই সেহেতু আশয়ও নেই।ঈশ্বরকে পুরুষ বিশেষ বলার কারণ তিনি সর্বদা মুক্ত পুরুষ হতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বর ভিন্ন অন্যান্য পুরুষ কৈবল্যপ্রাপ্ত হন, ঈশ্বরের সঙ্গে কৈবল্যই বর্তমান। বাচস্পতি মিশ্রের মতে জ্ঞান, ক্রিয়া,শক্তি প্রভৃতি সম্পদই ঈশ্বরের স্বরূপ বা ঐশ্বর্য। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য সর্বাপেক্ষা মহৎ।তাই বলা যায়- কাষ্ঠাপ্রাপ্ত ঐশ্বর্যযুক্ত বিলক্ষণ পুরুষইঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বর নামক পুরুষ নিত্য,শুদ্ধ,বুদ্ধএবং মুক্ত স্বভাব।

যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েপ্রমাণ

মহর্ষি পতঞ্জলি পৃথকভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ দেননি। এই প্রসঙ্গে যোগসূত্রের সমাধিপাদে তিনি বলেন– "তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞ বীজম্"[6] অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্বজ্ঞবীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। পরবর্তী যোগদার্শনিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে অনুমান ও আগম প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের উপস্থাপিত প্রমাণগুলি নিম্নরূপ-

১।জ্ঞান ও শক্তির মাত্রা ভেদ আছে। ব্যবহারিক জীবনে কোনো জীবের জ্ঞান ও শক্তি বেশি আবার কারো কম। অল্প, বহু বহুতর, বহুতম-এইভাবে ক্রমবর্ধমান গুনকে আমরা সাজাই, সর্বজ্ঞতার বিচারে প্রাণীদের এরূপ ক্রমিক তারতম্যের প্রেক্ষিতে পুর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তির একটি নিরতিশয় পরাকাষ্ঠাও স্বীকার করতে হবে। পুণ্য জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির অধিকারী কোন সসীম জীব হতে পারেনা । অতএব পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তির অধিকারী, এক সর্বজ্ঞ বীজস্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

২। বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বেদের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা জানা যায়, শ্রুতিতে নিত্য, শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। যদিও বেদের রচয়িতা ঈশ্বর তবুও অস্তিত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদের অস্তিত্বের পূর্বে।

৩। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিমিত্তকারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। সৃষ্টি বা প্রকৃতির বিবর্তন জীবের অদৃষ্ট অনুসারেই হয়, জীবের অদৃষ্ট সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ছাড়া কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে, অদৃষ্টানুসারে ঈশ্বর জগতের বিবর্তনের ইচ্ছা করেন এবং তাঁর ইচ্ছায় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ সম্ভব হয়।

৪। সৃষ্টির আদিতে বা অতীত সৃষ্টিতে যে মোক্ষ-জ্ঞান বা মোক্ষাভিলাষ পরিলক্ষিত হয়, সেই জ্ঞানের উন্মেষের জন্য কোন জ্ঞানী গুরু স্বীকার করা প্রয়োজন। সেই জ্ঞানীগুরু আর কেউ নয়, তিনি হলেন নিত্যমুক্ত ঈশ্বর। এজন্যই যোগসূত্রের সমাধিপাদে বলা হয়েছে- "স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদাৎ"[6] অর্থাৎ তিনি (ঈশ্বর) অনাদিগুরু, যিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ নন।

৫। যোগমতে 'প্রণব'বা ॐ-কার শব্দ ঈশ্বরবাচক শব্দ। এই প্রেক্ষিতে যোগসূত্রের সমাধিপাদে বলা হয়েছে– "তস্যবাচকঃ প্রণবঃ"[6]অর্থাৎ প্রণব বা ॐ-কার ঈশ্বরের বাচক এই স্থলে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ প্রদীপপ্রকাশবৎ। প্রদীপ যেমন স্বভাবতই প্রকাশ স্বভাব, তেমনি ॐ শব্দ শ্রবণমাত্রই ঈশ্বর বা ॐশব্দের অর্থ অন্তরে প্রকাশিত হন।

যোগীর দ্বারা প্রণবের জপ ও তাঁর ভাবনাই হল ঈশ্বরপ্রনিধান। নিরন্তর প্রণব জপ থেকে চিত্তের একাগ্র সম্পাদিত হয়। এইভাবে ঈশ্বরপ্রনিধানের মাধ্যমে সমাধিস্থ যোগীর আত্মচৈতন্য অধিগত হয়। আত্মচৈতন্যের এরূপ উপলব্ধি ও তার কারণরূপ পুরুষের স্বরূপতা নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবে অবস্থানকেই কৈবল্য বলে।
উল্লেখ্য মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের সমাধিপাদে ঈশ্বরপ্রণিধানকে কৈবল্যলাভের বিকল্প উপায় বলে উল্লেখ করলেও পরবর্তী পরিচ্ছদ সাধনপাদে ঈশ্বরপ্রণিধানের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে,এটি সমাধি লাভের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। সেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বরপ্রনিধান করতে হলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা,উপেক্ষা এই চারটি ভাবনার অভ্যাস করতে হবে[11]

উপসংহার

উপরিউক্ত সাংখ্যদর্শনের ঈশ্বরতত্ব এবং যোগদর্শনের ঈশ্বরতত্ত্বের তুলনাত্মক আলোচনার পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু যোগদর্শনে সাংখ্যকথিত পঞ্চবিংশতি তত্ব ছাড়াও ঈশ্বর তত্ব স্বীকৃত হয়েছে[12]। সাংখ্য দর্শনে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"[5] এই সূত্রে কপিল মুনি ঈশ্বর নাই এ কথা বলেননি; তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। অর্থাৎ সৃষ্টি ক্রিয়ার অধিকারী ঈশ্বর নন, কিন্তু নিত্যপূর্ণ আত্মারূপে

সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর অবশ্য স্বীকার্য। তিনি নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী মাত্র। চুম্বক যেমন সান্নিধ্য হেতু লৌহখন্ডকে ক্রিয়াশীল করে, তেমনি ঈশ্বর সান্নিধ্যেই প্রকৃতি পরিণামশীলা হয়। যোগদর্শনে বলা হয়েছে সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের বিশেষ অবদান না থাকলেও যোগসাধনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরপ্রনিধান অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

সাংখ্য যোগদর্শনের ঈশ্বরতত্ত্বের এই তুলনাত্মক আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, উভয় দর্শনই জগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন, কিন্তু ঈশ্বর আছেন একথা বলেছেন। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার অবশ্যই করতে হবে। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর আছেন, একথা সরাসরি বলা না হলেও ঈশ্বরকে নিত্য, নিষ্ক্রিয় আত্মা রূপে স্বীকার করা হয়েছে; অন্যদিকে যোগদর্শন সমাধিলাভ বা কৈবল্যলাভের পথে ঈশ্বরকে সরাসরি স্বীকার করেছেন, সুতরাং এখানে স্পষ্ট যে উভয়দর্শনই ঈশ্বর তত্ব স্বীকার করেছেন, কেবলমাত্র অস্তিত্ব স্বীকারের পথ ভিন্ন। অবশেষে বলতে পারি যে, ঈশ্বর অবশ্যই আছেন, তাঁর অস্তিত্বও আছে। এককথায় তিনি হলেন নিষ্ক্রিয়, বিভু ও নিত্য।

References

1. Bagchi D. (1997). Bharatiya Darshan. Pragatishil Prakashak, Kolkata, pp 11-12, 307, ISBN: 81-89846-10-8.

2. Bhattacharya A. (2016). Bhartiya Darshaner Ruprekha. Sanskrita Book Depo, Kolkata, pp 1, 139, 177, ISBN: 978-9381795224.

3. Tarkabagis P. (1989). Nyayadarshan. Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, Kolkata, pp 24-26, ISBN 978-81-247-0756-2

4. Sengupta J. (2017). *Bharatiya Darshan Samagra*. Sanskrita Book Depo, Kolkata, pp 38, ISBN 978-93-81795-77-4

5. Bhatta N. (1973). *Samkhyadarshanam.* Bharat Manisha, Baranashi, s 1/92, 5/10,1/93,1/94, 5/2, 1/95, 5/11, 5/12

6. Bhargananda S. (2004). Patanjal Yogdarshan. Udbodhan Karyalay, Kolkata, Samadhipa- 24, 23, 24, 25, 26, 27, 25, ISBN: 81-8040-477-3

7. Pandit B.V. (2023). Concept of God in Samkhya Philosophy. *Elementary Education Online*, 20(2), 3623–3625

8. Das S. (2024). Samkhya Darshane Satkaryabad. *Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities*, 2(2), 73-82.

9. Bhabaghanananda S. (2000). Samkhyakarik*a*. Udbodhan Karyalay, Kolkata, Karika- 57, ISBN: 81-8040-198-7

10. Goswami N. (1999). Samkhya tattva kaumudi. Sanskrita Pustak Bhandar, Kolkata, pp 335-336

11. Jadhav D. R., Desai, S. and Kokatnur S. S. (2020). Applied aspects of yoga Darshana with special reference to *Charaka Samhita*. *Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences*, 5(3), 106-111.

12. Feuerstein G. (1987). The concept of God (īśvara) in classical Yoga. *Journal of Indian philosophy*, 15(4), 385-397.